بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সত্যতা এবং বিশ্বব্যাপী জামা'তের অগ্রগতির প্রতিচ্ছবি কতিপয় ঈমান উদ্দীপক ঘটনার হৃদয়গ্রাহী স্মৃতিচারণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১৯ মে, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জামা'তের উপর আল্লাহ্ তাআলার অশেষ অনুগ্রহ এবং এর উত্তরোত্তর উন্নতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন:

"এটাও আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের একটি মহান নিদর্শন যে, এত পরিমাণ অস্বীকার ও কুফরী ফতোয়া প্রদান এবং আমাদের বিরোধীদের দিনরাত প্রাণান্তকর চেষ্টা সত্ত্বেও এই জামাত ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করছে। তোমরা কি জানো এর মধ্যেকার প্রজ্ঞা বা রহস্য কি?। এর রহস্য হলো, মহা সম্মানিত আল্লাহ্ যাঁকে প্রেরণ করেন এবং সত্যিকার অর্থেই যে খোদার পক্ষ থেকে (আবির্ভূত) হয়, সে প্রতিনিয়ত উন্নতি করে এবং সমৃদ্ধি লাভ করে এবং তাঁর জামা'ত ক্রমান্বয়ে সুশোভিত হতে থাকে। আর তাঁকে বাঁধাদানকারী প্রতিনিয়ত ধ্বংস ও লাঞ্ছিত হতে থাকে এবং তাঁর বিরোধী ও অস্বীকারকারী অবশেষে গভীর আক্ষেপের সাথে মৃত্যুবরণ করে। প্রকৃতপক্ষে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে যে সংকল্প (করা) হয়, সেটি কেউই প্রতিহত করতে পারে না; তা সে যত চেষ্টাই করুক না কেন এবং হাজার হাজার ফন্দিফিকিরই করুক না কেন। কিন্তু যে জামা'তের গোড়াপত্তন খোদা তা'লা করেন এবং যাকে তিনি বৃদ্ধি করতে চান, তাকে কেউই প্রতিহত করতে পারে না। কেননা, তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় যদি সেই জামা'তের (অগ্রযাত্রা) থেমে যায় তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, বাঁধা প্রদানকারী খোদার ওপর প্রাধান্য লাভ করেছে, অথচ কেউই খোদার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না।"

আমরা প্রতিনিয়ত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণীর পরিপূর্ণতা দেখতে পাচ্ছি। বিরোধীরা এই জামা'তকে ধ্বংস করতে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তবুও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ 'আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তেপৌঁছে দেব' অনুসারে এটি সারা বিশ্বে

ছড়িয়ে পড়ছে। বিরোধীরা এটি অনুধাবন করে না যে, প্রকৃতপক্ষে তারা খোদার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে যার ফলে তারা নিজেরাই ধ্বংস হবে, কেননা খোদা তা'লা তাঁর মনোনীতদের সাহায্য করেন।

আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য ও সমর্থনের দৃশ্য আমরা দূর দূরান্তের দেশগুলিতেও দেখতে পাই। যেখানে সাধারণত মানুষজনের যাওয়াও কষ্টসাধ্য সেখানেও মহান আল্লাহ্ তাঁর ঐশী সমর্থনের দৃশ্য তুলে ধরছেন। বিরোধীরা সব সময় বিরোধিতা করে ব্যর্থতার মুখ দেখে এসেছে। কয়েকটি স্থানে তারা জামাতের প্রাণ এবং সম্পদের ক্ষতি করে আহমদী জনমানসে ভীতি সঞ্চার করতে উদ্যত হয়েছে ঠিকই, তবে তাদের এ অপচেষ্টা সর্বদা জামাতের সদস্যদের ঈমানকে দৃঢ়তা দান করেছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকার অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী হয়ে চলা এ হেন ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের ঘটনাবলী কিভাবে পূর্ণতা লাভ করছে তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তো এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবে এখন জামা'তের অগ্রগতির কতিপয় ঘটনা এখানে বর্ণনা করব। এসব ঘটনা থেকে বুঝতে পারব যে, মহান আল্লাহ্ কিভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন।

কিছু লোক কেবল জ্ঞানের অভাবে বিরোধিতা করে এবং যখন তারা সত্য জানতে পারে, তখন তারা সত্যকে স্বীকারও করে। এমনই একটি ঘটনা কঙ্গোর কিনশাসার আমীর সাহেব লিখেছেন যে, এক গ্রামে আমাদের মোয়াল্লেম সাহেবের তবলীগের সময় স্থানীয় ইমামের সাথে মসীহ্র মৃত্যু নিয়ে আলোচনা হয়। যখন সেই অ-আহমদী ইমাম বুঝতে পারলেন যে, হায়াতে মসীহ্ (অর্থাৎ মসীহ্র জীবনী সংক্রান্ত) আকীদা পোষনে মহানবী (সা.)-এর প্রতি অপবাদ ও অবমাননা রয়েছে, তখনই তিনি সত্যকে মেনে নেন। অতঃপর জহুর-ই-ইমাম মাহ্দী (অর্থাৎ মসীহ্র পুনরাগমন সংক্রান্ত) বিষয়টিও তাঁর বোধগম্যতায় আসে, তাই তিনি তাঁর পরিবারের ছয়জন এবং একুশজন মুক্তাদীসহ আহমদীয়া জামাতে প্রবেশ করেন।

কিছু জায়গায়, আহমদীয়ত গ্রহণের জন্য স্বয়ং খোদা জমি প্রস্তুত করেন। গিণি কানাকারির মোবাল্লেগ লিখেছেন যে, তিনি যখন একটি গ্রামে তবলীগ করলেন, তখন সেই গ্রামের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি বলেছিলেন যে আমি আমার পিতামহের কাছ থেকে 'মাহদী' শব্দটি বহুবার শুনেছি কিন্তু এর বিস্তারিত জানতাম না। আজ আপনি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তাই আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করছি। অতঃপর তিনি গ্রামবাসীকে আহমদীয়াত গ্রহণ করার জন্য আহবান জানান, যার ফলস্বরূপ ইমাম সহ বহু লোক বয়াত গ্রহণ করেন।

একইভাবে, গাম্বিয়ার মোবাল্লেগ-ইনচার্জ লিখেছেন যে, তবলীগি টিম যখন সেখানে একটি গ্রামে গিয়েছিল, তখন অন্যান্য বিষয়ের সাথে তারা বয়াতের দশটি শর্তও তাদের পড়ে শোনায়। এই কথাগুলো শুনে গ্রামের বুদ্ধিমান লোকেরা বুঝতে পারল যে এগুলোই প্রকৃত ইসলামের বাণী। গ্রামবাসীরা স্বীকার করে যে তারা ইসলামের এই অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা প্রথমবার শুনেছে। পরিশেষে দীর্ঘ প্রশ্নোত্তর পর্বের পর প্রায় দুই শতাধিক লোক আহমদীয়াতে যোগদান করে।

কিছু লোক আফ্রিকার একটি দেশে আমাদের মোবাল্লেগের সাথে যোগাযোগ করেছিল এবং তাকে তাদের এলাকায় প্রচার করতে বলেছিল। এর কারণ বলতে গিয়ে তারা বলে যে, 'আমরা জানতে পেরেছি, আপনারা শিশুদের জন্য কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।' সেইমতো, পরের দিনই আমাদের প্রতিনিধি দল সেখানে পৌঁছয়, আর দীর্ঘ তবলীগি অধিবেশন চলার পর একটা বড় সংখ্যক জনতা সেখানে আহমদীয়াত গ্রহণ করে। এরপর গ্রামবাসীরা গ্রামের সব শিশুকে আমাদের সামনে নিয়ে এসে বলে যে এখন এরা সব জামাতের সন্তান এবং এদেরকে পবিত্র কুরআন শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তখন মোবাল্লেগ সাহেব তাদের মধ্যে থেকে দুটি শিশুকে বেছে নিলেন যে সর্বপ্রথম তাদের দু'জনকে পবিত্র কুরআন শেখানো হবে। অতঃপর তারা ফিরে এসে তাদের এলাকার অন্যান্য শিশুদের পবিত্র কুরআন শেখাবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন যে, পাকিস্তানে আমাদের পবিত্র কুরআন পাঠ করা তো দূরের কথা, শোনাও নিষিদ্ধ। একজন আহমদী পবিত্র কুরআন শুনছিলেন বলে তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। একজন আহমদীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে, কারনটা কি না তিনি পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শুনছিলেন! এটাই এই তথাকথিত মুসলমানদের ইসলাম! আর অন্যদিকে মানুষ তাদের সন্তানদেরকে জামাতের কাছে সোপর্দ করছে তাদের পবিত্র কুরআন শেখানোর উদ্দেশ্যে, কারণ একমাত্র জামাতেরই পবিত্র কুরআনের সঠিক জ্ঞান রয়েছে।

আফ্রিকার দেশ 'চাদ' এর রাজধানীতে যখন আমাদের প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়, তখন ঈর্ষান্বিত গোষ্ঠি এর তীব্র বিরোধিতা শুরু করে। সেখানে ইসলামিক কাউন্সিলে জামা'তের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে তারা জবাব দেয় যে, ইবাদত করা আহমদীদের অধিকার। আমরা কিভাবে তাদের মসজিদ বন্ধ করতে পারি? হুযুর আনোয়ার বলেন, সেখানে ইসলামিক কাউন্সিলের অন্তত সাধারণ জ্ঞান আছে এবং তারা ন্যায়পরায়ণ। পাকিস্তানে, বিচারকদেরও আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ রয়েছে এবং আহমদীদের তাদের মসজিদে ইবাদাত করার এবং তাদের উপাসনালয়কে 'মসজিদ' বলার স্বাধীনতা নেই।

তবে ইসলামিক কাউন্সিল ঈর্ষান্বিত গোষ্ঠিকে বলেছে, ফিতনার ভয় থাকলে পুলিশে খবর দিন। অতঃপর পুলিশে রিপোর্ট করা হলে, পুলিশ পুরো তদন্ত করে, মসজিদের নির্মাণ অনুমতিপত্র এবং জামা'তের নিবন্ধনপত্র পরীক্ষা করে, স্থানীয় প্রধানের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, মসজিদ পরিদর্শন করে এবং পুলিশ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে আহমদীয়া জামা'ত একটি নতুন মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছে মাত্র, তারা কোন নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেনি। আর তারা মহানবী (সা.) এর অবমাননাও করে না।

আল্লাহ্ তাআলা যাকে পথ দেখাতে চান অদ্ভুত সব উপায়ে তার হেদায়েতের ব্যবস্থা করেন। সাও টোমে আফ্রিকার একটি অঞ্চল। সেখানে দায়িত্বরত মোবাল্লেগ লিখেছেন যে সাও টোমেতে একজন পর্যটক যিনি মরক্কো থেকে এসেছিলেন, সংযোগবশত সেখানে তিনি আমাদের মসজিদে জুম'আর নামায পড়েছিলেন। সেখানে তিনি আরবীতে 'খিলাফতের তত্বকথা' এবং 'ধর্মের নামে রক্তপাত' পুস্তক দুটি পাঠ করেন। এমটিএ আল্-আরাবিয়ার কিছু অনুষ্ঠান দেখেন, 'আলমি বয়াত' এর রেকর্ডিং দেখেন। এরপর, কিছুকাল পরে তিনি পুনরায় এসে বয়াত ফর্ম চাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটি পূরণ করলেন। আমাদের মোবাল্লেগ তাঁকে বলেন যে কয়েকদিন চিন্তা-ভাবনা করুন এবং দোয়া করুন, তারপর বয়াতের অঙ্গীকার করুন। কিন্তু তিনি বললেন, আমি সারা রাত দোয়া করেছি এবং ইমামের বয়াত না করেই যদি মারা যাই তাহলে আমার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু। তাই তিনি অবিলম্বে আনুগত্যের অঙ্গীকার 'বয়াত' করলেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, যদিও মরক্কোতে আহমদী আছে, সেখানে জামা'ত বিদ্যমান, তবুও তিনি সেখানে জামা'তের পরিচয় পাননি। আল্লাহ্ তাআলা তাকে আফ্রিকার একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে অন্য একটি দেশে প্রেরণ করেন এবং সেখানে তার হেদায়েতের উপকরণ তৈরি করেন।

সেন্ট্রাল আফ্রিকার এক ব্যক্তি যখন জামা'ত নিয়ে গবেষণা শেষ করে বয়াত ফর্ম পূরণ করেন তখন তার চোখ দিয়ে পানি ঝরছিল। জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'জামা'ত বিরোধীদের কাছ থেকে জামা'ত সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। কিন্তু এই অঙ্গীকার ফর্ম এবং এর দশটি শর্ত পড়ার পর, আমার অতীত জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগে। এই বয়াত ফর্মটি পড়ার পর আমি জানতে পেরেছি যে, আহমদীয়া জামা'ত একটি সত্য ও প্রকৃত জামা'ত।'

হুযুর আনোয়ার আইভরি কোস্ট, বেলিজ, উজবেকিস্তান এবং গায়ানার মতো দেশ থেকে আহমদীয়াত গ্রহণের অনেক ঈমান-বর্ধক ঘটনা উপস্থাপন করার পর বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহর তাআলার অঙ্গীকার পূরণের এই কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেছি। অনেক ঘটনা রয়েছে। বিরোধীরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে, কিন্তু অন্যদিকে আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বের প্রতিটি দেশে জামা'তের উন্নয়নের নতুন

নতুন পথ খুলে দিচ্ছেন। সুতরাং, আমাদের সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে সাথে আমাদের পরিস্থিতির মূল্যায়নও করা উচিত। আপনার ঈমানকে শক্তিশালী করার চেষ্টাও করা উচিত।'

আমাদের প্রজন্মের হৃদয়ে এটাও প্রতিষ্ঠিত করা উচিত যে পরীক্ষা আসতে পারে তবে চূড়ান্ত বিজয় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জামা'তের জন্য নির্ধারিত, তাই আপনার ঈমানকে কখনই নড়বড়ে হতে দেবেন না। আল্লাহ্ তাআলা সকল নবীন ও পুরাতন আহমদীদের স্থায়িত্ব দান করুন। ঈমান ও বিশ্বাস বৃদ্ধি করতে থাকুন। আমীন।

খুতবা শেষে, হুযুর আনোয়ার ৪ জন মরহুমের কথা উল্লেখ করেন এবং তাদের গায়েবানা জানাযার ঘোষণা করেন : ১. শিয়ালকোটের গোলাম কাদির সাহেবের স্ত্রী পারভীন আখতার সাহেবা, যিনি নব্বই বছর বয়সে মারা যান। তার এক ছেলে, আরিফ মাহমুদ সাহেব হলেন বেনিনের মোবাল্লেগ যিনি কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে তার মায়ের জানাযায় অংশ নিতে পারেননি। ২.ঘাটিয়ালিয়্যাঁ নিবাসী চৌধুরী ওয়াসিম আহমেদ নাসির সাহেবের স্ত্রী মমতাজ ওয়াসিম সাহেবা। তাঁর দুই ছেলে জামা'তের জন্য উৎসর্গীত। এক ছেলে জাম্বিয়াতে মোবাল্লেগ। ৩. ব্রিগেডিয়ার মানওয়ার আহমদ রানা সাহেব সাধারণ সম্পাদক জেলা রাওয়ালপিন্ডি। ৪. গ্রুপ ক্যাপ্টেন অবসরপ্রাপ্ত শাকুর মালিক সাহেব আহমদীয়া জামা'ত রাওয়ালপিন্ডির সাবেক ডেপুটি আমীর। আল্লাহ্ তাআলা মরহুমদের মাগফেরাত ও রহমত দান করুন। আমীন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহমাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

বি. দ্র. - নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে এ মাসে প্রকাশিত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বাংলা পুস্তকগুলি হল : ১.মেয়ারুল মাযাহেব (ধর্মের মানদন্ড), ২. হুজ্জাতুল ইসলাম (ইসলামের অখন্ডনীয় যুক্তি) এবং ৩. বারাকাতুদ দোয়া (দোয়ার কল্যানসমূহ)। প্রথম এবং দ্বিতীয় পুস্তকটি প্রথমবার বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়েছে। সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্যদের সাথে যোগাযোগ করুন।- ধন্যবাদ

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
19 May 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in